কালের কণ্ঠ

17 OCT 2017

শিক্ষক সমিতির ১৪ দফা

কুবির 'ঘুষখোর' ভিসিকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে মানা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

প্রক্টরের পদত্যাগসহ ১৪ দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) শিক্ষক সমিতি। গতকাল সোমবার প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়। দাবি মানা না হলে ঘুষে অভিযুক্ত উপাচার্য (ভিসি) মো. আলী আশরাফকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত রবিবার রেজিস্ট্রার মো. মজিবুর রহমান মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে শিক্ষক নেতারা তাঁদের দাবি পেশ করেন।

শিক্ষক সমিতির দাবিগুলো হলো প্রক্টরের পদত্যাগ, অবৈধ নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ, উপাচার্যের বাড়তি ভাতা ফেরত, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিচার, উপাচার্যের অতিরিক্ত গাড়ি ব্যবহার রোধ, সান্ধ্যকালীন এমবিএ কোর্সের টাকা ফেরত, সাত শিক্ষকের কারণ দর্শানো নোটিশ প্রত্যাহার, স্বাক্ষর জালিয়াতি করে বন্যাদুর্গতদের জন্য শিক্ষকদের এক দিনের বেতনভাতা প্রদানকারীদের শাস্তি, রেললাইনে নাশকতার মামলার আসামিকে চাকরি থেকে অব্যাহতি, চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি ও ১৭ মার্চ শিক্ষক সমিতির নেতাকর্মীদের সঙ্গে প্রক্টর, বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট ও ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) বিভাগের পরিচালকের অসদাচরণের বিচার, নিম্নমানের আসবাব কেনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি ও ছাত্র হত্যার বিচার করা। শিক্ষক নেতারা বলেন, 'উপাচার্যকে আর ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাঁকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই প্রতিহত করা হবে। প্রতিরোধের জন্য আমরা প্রস্তুত। তিনি যদি বাংলোয় থেকে দাপ্তরিক কাজ করেন, তা-ও করতে দেওয়া হবে না।' মানববন্ধনে ছিলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মো. আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা। জানতে চাইলে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মো. আবু তাহের বলেন, 'বিগত চার বছরে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের অনিয়ম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানহানি করেছেন। চাকরির জন্য বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়েছেন, আমাদের কাছে এর প্রমাণ রয়েছে। উপাচার্য ১৪ দফা দাবি মেনে না নিলে তাঁকে দপ্তরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।' উপাচার্য অধ্যাপক ড. আলী আশরাফ বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তুলে শিক্ষক নেতারা আন্দোলন করছেন, তা কতটুকু যৌক্তিক তাঁরাই জানেন। আমি সান্ধ্যকালীন কোর্সে পড়িয়ে টাকা নিই, এটা অন্য শিক্ষকরাও নেন। এখন যেসব শিক্ষক আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, তাঁরাই একসময় আমার পাশে থেকে প্রশংসা করেছেন। তাহলে এখন কেন এমন করছেন?'